ARTICLE 19

GLOBAL CAMPAIGN FOR FREE EXPRESSION

প্রশ্নোত্তরে
তথ্য অধিকার আইন

মে ২০০৯

DFID Department for International Development

ARTICLE 19

GLOBAL CAMPAIGN FOR FREE EXPRESSION

প্রশ্নোত্তরে তথ্য অধিকার আইন

ঢাকা

মে ২০০৯

আর্টিকেল ১৯, বাংলাদেশ

অ্যাপার্টমেন্ট এ-১, ৪/১২, হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি,

মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭। ফোন : +৮৮ ০১৭১৩০৩৯৬৬৯

www.article19.org | www.provoicebd.org

প্রশ্নোত্তরে তথ্য অধিকার আইন

মূল রচনা
তাহমিনা রহমান
টোবি মেন্ডেল

অনুবাদ
লামিয়া শারমীন
বরকত উল্লাহ মারুফ

সম্পাদনা
তাহমিনা রহমান

প্রকাশনা
আর্টিকেল ১৯, বাংলাদেশ
অ্যাপার্টমেন্ট এ-১
৪/১২, হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭।
ফোন: +৮৮ ০১৭১৩ ০৩৯৬৬৯
www.article19.org
www.provoicebd.org

প্রকাশকাল
মে, ২০০৯

মুদ্রণ
মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট এন্ড কমিউনিকেশনস লি.
৩/১১ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭।
www.mcc.com.bd

ভূমিকা

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে তথ্য অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বজুড়ে তথ্য অধিকার এখন ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ ধারায় মতপ্রকাশের অধিকার বর্ণিত রয়েছে যা জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১৯ ধারার অনুরূপ:

> *"প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যে কোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।"*

আমরা আনন্দিত যে এরই সূত্র ধরে বাংলাদেশ সরকার 'তথ্য অধিকার আইন' পাশ করেছে। আর্টিকেল ১৯ বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের দাবির সাথে সঙ্গতি রেখে একটি শক্তিশালী তথ্য অধিকার আইনের দাবি করে আসছিল। সে লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিশ্লেষণ প্রদান করে এসেছি।

আমরা মনে করি, তথ্য অধিকার আইনের সক্রিয় বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হল, জনগণের মধ্যে তথ্য চাওয়া, পাওয়া এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করা। তথ্য অধিকার একটি মৌলিক অধিকার, সে সম্পর্কে প্রত্যেক নাগরিকের অবগত হওয়া প্রয়োজন। তথ্য অধিকার আইন কী কী ভাবে তথ্য পাবার পথ সুগম করবে, কীভাবে তথ্যের জন্য আবেদন করতে হবে এবং তার জন্য কার কাছে যেতে হবে, এ ব্যাপারে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিক, যেমন, মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী, সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, সাংবাদিক, গবেষকদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। অপরদিকে, তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যেও ব্যাপক সচেতনতা ও পরিবর্তন প্রয়োজন। তাদের মধ্যে উন্মুক্ততার সংস্কৃতির চর্চা তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য।

এই লক্ষ্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা ***'প্রশ্নোত্তরে তথ্য অধিকার আইন'***। বইটিতে সম্প্রতি পাশ হওয়া তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আইনগত বিশ্লেষণের আলোকে এই আইনটির বিভিন্ন দিক নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমরা আর্টিকেল ১৯-এর বিভিন্ন প্রকাশনা ও কাজের উপর নির্ভর করেছি। এছাড়াও আমি অধ্যাপক আসিফ নজরুল এবং ব্যারিস্টার ফিদা এম কামালের কাছে তাদের মূল্যবান পরামর্শের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা আশা রাখি, আমাদের এই প্রচেষ্টা তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

তাহমিনা রহমান
দেশীয় পরিচালক
আর্টিকেল ১৯, বাংলাদেশ

বিষয়সূচি

১. তথ্য অধিকার ১

২. তথ্য অধিকার আইন ও মূলনীতি ২

৩. তথ্য অধিকার আইনে তথ্যের সংজ্ঞা ৪

৪. তথ্য প্রদানকারী ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ৫

৫. প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য প্রদানের দায় ৬

৫.১ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রদান ৬

৫.২ আবেদনপত্রের মাধ্যমে তথ্য প্রদান ৮

৬. ব্যতিক্রমসমূহ ৯

৭. তথ্য কর্মকর্তা ১১

৮. তথ্য কমিশন ১১

৯. তথ্য প্রাপ্তির সহায়ক প্রক্রিয়া ১৩

১০. আইনটির প্রাধান্য ১৫

বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা ১৬

তথ্যসূত্র ১৭

১. তথ্য অধিকার

১.১ তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝায়?

তথ্য জানার আগ্রহ মানুষের সব সময়ই রয়েছে। সুতরাং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে তথ্য অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তথ্য অধিকার মূলত একটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার। শুধু তাই নয়, এটি সকল প্রকার অধিকার যেমন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের যোগসূত্র হিসেবেও ভূমিকা পালন করে।

জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১৯ ধারা (Universal Declaration of Human Rights, 1948) অনুযায়ী:

> *"প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যে কোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত"*

একইভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও ৩৯ অনুচ্ছেদে, *"চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতাকে নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।"*

বাংলাদেশে সম্প্রতি পাশ হওয়া 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর ধারা ২ (ছ) তে "কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকেই 'তথ্য অধিকার' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য এই তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। 'তথ্য অধিকার' কথাটির ব্যাখ্যা হিসেবে এই আইনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে"।

উপরন্তু, তথ্য অধিকারকে আন্তর্জাতিক কনভেনশন অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটসের আওতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালে এই কনভেনশনকে অনুসমর্থন করে।

১.২ তথ্য অধিকার প্রয়োজনীয় কেন?

তথ্য অধিকার আইন পাশের জন্য সংসদে উত্থাপিত বিলে আইনটির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়, "জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক"।

পর্যাপ্ত তথ্য সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করতে সাহায্য করে। যেমন: তথ্য অধিকার দুর্নীতি রোধ, ক্ষুধামুক্ত এবং স্বাস্থ্যকর সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। মানবাধিকার লংঘনজনিত ঘটনা হ্রাস, জনগণের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণ, দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক ও সরকারকে অধিকতর দক্ষ করতে তথ্য অধিকার অপরিহার্য। জবাবদিহিতা সংক্রান্ত তথ্য জনগণকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং অধিকতর অর্থনৈতিক দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। তাছাড়া, এই অধিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জনগণের দক্ষ সেবা প্রাপ্তির পথও সুগম করে। অবাধে তথ্য প্রাপ্তি তাদের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। যেমন:

- কৃষি বিষয়ক তথ্য;
- স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প সেবা ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় তথ্য;
- খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য;
- গ্রামের দরিদ্র নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে করণীয় বিষয়ক তথ্য;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন বিষয়ক তথ্য; ইত্যাদি।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকাতেও এই মতামত সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে:

"যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যেহেতু সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।"

১.৩ তথ্য অধিকারের মধ্যে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে?

তথ্য অধিকারের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যেমন:

- সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বা অন্যান্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে জনগণ সম্পর্কে যেসব তথ্য রয়েছে তা জানার অধিকার।
- সরকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে থাকা যে তথ্য জনগণকে উপকৃত করতে পারে সেগুলো জানার অধিকার।
- সংসদে কী ঘটছে তা দেখা ও শোনার অধিকার জনগণের রয়েছে।
- আদালতে কী ঘটছে তা দেখা ও শোনার অধিকার জনগণের রয়েছে।
- অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে কী ঘটছে তা দেখা ও শোনার অধিকার জনগণের রয়েছে।
- গণমাধ্যমের দাপ্তরিক তথ্য জানার অধিকার;
- মানবাধিকার লংঘনের তথ্য জানার অধিকার।

২. তথ্য অধিকার আইন ও মূলনীতি

আর্টিকেল ১৯ তার কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক নীতিমালা সমষ্টি তৈরি করেছে যার মাধ্যমে যে কোনো দেশের তথ্য অধিকার আইনকে বিশ্লেষণ করে জানা সম্ভব যে, সেই আইন সত্যিকারভাবে দাপ্তরিক তথ্যের সর্বোচ্চ উন্মুক্ততা নিশ্চিত করে কি না। এই আন্তর্জাতিক মূলনীতিসমূহ বিভিন্ন দেশের সরকারকে সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও চর্চা অনুসরণ করতে সহায়তা করে।

আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বিভিন্ন দেশের জাতীয় আইন ও তার প্রয়োগ এবং বিভিন্ন দেশের আদালতের রায়ের উপর ভিত্তি করে এই নীতিমালা সমষ্টি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালা হচ্ছে আর্টিকেল ১৯-এর তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ গবেষণা, বিশ্লেষণ, আলোচনা এবং পৃথিবীর বহু দেশের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের সাথে কাজ ও অভিজ্ঞতার ফসল। এই নীতিমালা আজ বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ব্রাজিল, মেক্সিকোসহ পৃথিবীর বহু দেশেই ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে।

২.১ তথ্য অধিকার আইনের মূলনীতিসমূহ কী কী?

যে কোনো তথ্য অধিকার আইন অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষত এরূপ আইনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিম্নবর্ণিত মূলনীতির প্রতিফলন থাকা আবশ্যক:

১. তথ্যের সর্বোচ্চ উন্মুক্ততা (Maximum Disclosure);

২. স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে নিয়মিত তথ্য প্রদান (Routine Proactive Disclosure);

৩. সরকারী স্বচ্ছতা উদ্বুদ্ধকরণ (Promotion of Open Government);

৪. তথ্য অধিকারের ব্যতিক্রমসমূহ ন্যূনতম করা (Minimum Regime of Exceptions);

৫. দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়া (Processes to Facilitate Rapid Access);

৬. তথ্য পাওয়ার ব্যয় ন্যূনতম রাখা (Minimum Cost for Gaining Access);

৭. সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্মুক্ত সভা (Open Meetings of Public Bodies);

৮. তথ্য অধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আইনসমূহের সংস্কার কিংবা বাতিল করণ (Disclosure Takes Precedence);

৯. তথ্য প্রদানে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা বিধান (Protection for Whistleblowers);

২.২ তথ্য অধিকার আইন কোন কোন দেশে রয়েছে?

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৭৫টি দেশে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে। তার মধ্যে, ভারতে ২০০৫-এ এবং নেপালে ২০০৬ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে। পাকিস্তানেও ২০০২-এ তথ্য অধিকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে একটি তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে।

২.৩ বাংলাদেশে কী কোনো তথ্য অধিকার আইন আছে?

বাংলাদেশ সরকার ৫ এপ্রিল ২০০৯ রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে তথ্য অধিকার আইন প্রকাশ করেছে। আইনটি হল ২০০৯ সনের ২০ নম্বর আইন। আইনটির শিরোনাম, 'তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন'। সাধারণভাবে এই আইনটিকেই ***'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'*** নামে অভিহিত করা হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ ধারায় মতামত প্রকাশের যে অধিকার রয়েছে তার সূত্র ধরে বিগত দশকে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ একটি শক্তিশালী তথ্য অধিকার আইনের দাবি করে আসছিলো। এর ধারাবাহিকতায়, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এপ্রিল ২০০৮-এ 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮' এর খসড়া জনমতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে। আর্টিকেল ১৯ উক্ত খসড়া অধ্যাদেশের উপর গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিশ্লেষণাত্মক মতামত প্রদান করে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় আসলে তথ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মার্চ ২০০৯-এ তথ্য অধিকার আইনটি পাশের জন্য সংসদে বিল উত্থাপন করে। যা অতি দ্রুত অনুমোদন লাভ করে।

উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ৮, ২৪ এবং ২৫ ছাড়া অন্যান্য সকল ধারা ২০ অক্টোবর ২০০৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। কেবলমাত্র তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, আপিল নিষ্পত্তি ইত্যাদি এবং অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত তিনটি ধারা জুলাই ২০০৯ থেকে কার্যকর হবে।

৩. তথ্যের সংজ্ঞা

আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী তথ্য বা ইনফরমেশন বলতে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল ধরনের রেকর্ডকে বোঝায়। তা সে তথ্য যে আকারেই সংরক্ষিত থাকুক না কেন, যেমন, দলিলপত্র, টেপ, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডিং ইত্যাদি। অন্যান্য রেকর্ডের সাথে সাথে 'সংরক্ষিত' তথা 'ক্লাসিফায়েড' নামক জনগণের নাগালের বাইরে থাকা রেকর্ডও তথ্যের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

৩.১ তথ্য অধিকার আইনে তথ্যকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ২(চ) ধারায় তথ্যের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে:

> *"তথ্য" অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তার প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।*

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.২ এই সংজ্ঞা কী তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট?

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২(চ) 'তথ্য' কথাটি যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তা খুবই ব্যাপক। এই সংজ্ঞার মাধ্যমে তথ্য হিসাবে কী কী পাওয়া যাবে তার একটি বিস্তারিত তালিকা দেওয়া আছে।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৪ বলে যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে প্রার্থিত তথ্য সরবরাহে বাধ্য থাকবে। তাছাড়া, এই আইনের ধারা ৬ আরও বলে যে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড বিষয়ক সকল তথ্য যেন নাগরিকদের কাছে সহজ ও বোধগম্যভাবে প্রকাশ ও প্রচার করে।

শুধুমাত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্যই তথ্যে প্রবেশাধিকারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যারা এদেশের নাগরিক নয়, তাদেরকে এই তথ্য অধিকারের আওতায় আনা হয়নি। কখনও কখনও নাগরিক নয় এমন ব্যক্তিও সরকারের জবাবদিহিতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আন্তর্জাতিক ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য।

শুধুমাত্র নাগরিকদেরকে তথ্য পাওয়ার সুযোগ প্রদান করা হলে দেশে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী অন্যান্য গোষ্ঠী যেমন, উদ্বাস্তু বা রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদেরকে তথ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

৩.৩ তথ্যের সর্বোচ্চ উন্মুক্ততা (Maximum Disclosure)

সর্বোচ্চ উন্মুক্ততার নীতির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য প্রকাশিত হওয়া উচিত; খুব সীমিত কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তথ্য অধিকার বিষয়ক ধারণার মূল ভিত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই নীতিমালাতে। আদর্শগতভাবে সংবিধানে পরিষ্কার উল্লেখ থাকতে হবে যে, সকল সরকারী তথ্য জানার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। যে কোনো তথ্য অধিকার আইনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হতে হবে চর্চার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উন্মুক্ততা।

পরবর্তীতে করণীয়

- শুধুমাত্র বাংলাদেশী নাগরিকই নয় বরং এদেশের নাগরিক নয় কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী অন্যান্য গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদেরকেও তথ্য অধিকারের আওতায় আনা উচিত।

৪. তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

৪.১ কোন কোন প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতাধীন?

তথ্য অধিকার আইনের ২(খ) ধারায়, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তারা হল:

- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোনো সংস্থা;
- সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;
- কোন আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা বা তার অধীনে গঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;
- সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হতে সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;
- বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;
- সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিকৃত কোনো বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ; বা
- সরকার কর্তৃক, বিভিন্ন সময় সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

৪.২ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কি এই আইনের আওতাধীন হতে পারত?

তথ্য অধিকার আইনের ২(খ) ধারায়, প্রাইভেট সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদকে তথ্য প্রদানের আওতায় আনা হয় নাই।

স্থানীয় সরকার কাঠোমোর সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়নের উন্নয়নসহ নানা কাজের জন্য কত অর্থ বরাদ্দ হয়, কীভাবে তা ব্যয় করা হয়– এসব তথ্য সাধারণ মানুষ জানতে পারে না। তথ্য অধিকার আইনে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান তালিকাভূক্ত না হওয়ায় তাদের কাছে তথ্য চাওয়ার কোনো সুযোগ জনগণের নাই। এর ফলে এই তৃণমূল ধাপটিতে দুর্নীতির কারণে উন্নয়ন, বিশেষ করে গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

পরবর্তীতে করণীয়

- তথ্য অধিকার আইনের ২(খ) ধারায়, স্থানীয় সরকার কাঠোমোর তৃণমূল স্তর ইউনিয়ন পরিষদকে আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকাভূক্ত করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

৪.৩ এমন কোনো প্রতিষ্ঠান কি রয়েছে যাকে তথ্য আইনের পরিধি হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে?

তথ্য অধিকার আইনের ৩২ ধারায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত কতিপয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য আইনের পরিধি হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এইসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হল:

১. জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই),

২. ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই),

৩. প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ,

৪. ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ,

৫. স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ),

৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল,

৭. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ,

৮. র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর গোয়েন্দা সেল।

৪.৪ কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য আইন হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে?

তথ্য অধিকার আইনের ৩২ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদিও উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য প্রদানে বাধ্য নয়, তবে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে তারা তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করে, তথ্যের জন্য অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

৫. প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য প্রদানের দায়

তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা কেবলমাত্র অনুরোধসাপেক্ষে তথ্য প্রদানের উপরই নির্ভর করবে না। বরং প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মিত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করার ব্যাপারেও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ তথ্য প্রকাশের জন্য সবসময়ই কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করতে হবে না, সরকারী বা বেসরকারী সংস্থাগুলো আবশ্যিকভাবে নাগরিকগণের কাছে সহজলভ্য আকারে নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করবে। এছাড়াও অনুরোধ সাপেক্ষে তথ্য প্রদানের বিষয়টি সহজলভ্য করার চেষ্টাও এই আইনের সফলতার নির্ধারক। যেমন: কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে বা ইমেইলের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ জানানোর বিধান রাখা হয়েছে।

তথ্য আইনের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ দুইভাবে তথ্য প্রদান করতে পারে:

৫.১ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রদান

৫.২ আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান

৫.১ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রদান

৫.১.১ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রদান বলতে কী বোঝায়?

তথ্য অধিকারের অর্থ কেবল অনুরোধ সাপেক্ষে সরকারী সংস্থাগুলোর তথ্য প্রদান নয় বরং তাৎপর্যপূর্ণ জনস্বার্থ বিষয়ে নিজ হতেই তথ্য প্রকাশ এবং ব্যাপকভাবে তা প্রচার করার দায়িত্বও বটে; এটিই হচ্ছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রদান। অবশ্য সম্পদ ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে কিছু সীমাবদ্ধতা বাদে তারা এ দায়িত্ব পালন করবে।

সাধারণভাবে তথ্য প্রদানের দায়িত্ব এবং কোন ধরনের তথ্য অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে– দুটিই তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। সরকারী সংস্থাগুলোর অন্তত পক্ষে নিম্নলিখিত ধরনের তথ্য প্রদানের ব্যাপারে অবশ্যই কার্যকর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবে। যেমন কর্মকাণ্ড বিষয়ক (অপারেশন), সরকারী সংস্থাটি কিভাবে কাজ করে– ব্যয়, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অডিটকৃত হিসাব, মানদন্ড, অর্জন, বিশেষ করে, সেই সংস্থাটি জনগণের জন্য সরাসরি কী কী সেবা প্রদান করবে ইত্যাদি।

৫.১.২ এই আইনের অধীনে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রদানের দায়িত্ব কতটুকু?

তথ্য অধিকার আইনের ৬.৩ (ক-খ) ধারায়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যাতে নিম্নলিখিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেমন:

- কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি;
- কর্তৃপক্ষের সকল নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল, ইত্যাদির তালিকাসহ তাদের কাছে রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস;
- কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোনো ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোনো প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন তার বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তার সাথে কোনো প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে সেই সকল শর্তের বিবরণ;
- নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করবার জন্য প্রদত্ত সুবিধার বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।

এছাড়া, কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্তও তারা প্রকাশ করবে এবং প্রয়োজনে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে।

৫.১.৩ এই আইনে আমাদের দেশে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রদানের দায় অন্যান্য দেশের তুলনায় কতটুকু?

এই আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ উদ্যোগেই বেশিরভাগ তথ্য প্রদান করবে, যাতে করে জনসাধারণকে ন্যূনতম মাত্রায় তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে হয়।

আইনের ৬ ধারায় বর্ণিত নিয়মিত প্রকাশের দায় হিসেবে যে তালিকা প্রদান করা হয়েছে তা অনেকটা সীমিত। সাম্প্রতিক কিছু তথ্য অধিকার আইনে উল্লিখিত তালিকার তুলনায় এটি যথেষ্ট নয়। যেমন, কোন নীতিমালার আলোকে কোন প্রতিষ্ঠান কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, বা কোন কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স, পারমিট প্রদান করা হয়েছে, তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের দায়-দায়িত্ব কোনো প্রতিষ্ঠানের নেই। তার উপর, প্রগতিশীল কিছু তথ্য অধিকার আইনের মতো করে এখানে এসব তথ্য ব্যাপকভাবে অথবা জনসাধারণ সহজে বুঝতে পারে এমন রূপে (ফরমে) তথ্য প্রদানের দায় আরোপ করা হয়নি। প্রতিবেদনের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ দরকারী হলেও আরো সহজ ও আধুনিক মাধ্যম, যেমন স্থানীয় বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে তথ্য প্রচার, অথবা ইন্টারনেট ব্যবহারের কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত, যাতে করে জনসাধারণ আরও দ্রুত ও সহজে তথ্য পেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্যে এই আইনে নিয়মিত ভিত্তিতে অবশ্য-প্রকাশিতব্য ডকুমেন্টের তালিকা প্রদানের বদলে প্রতিটি সরকারী সংস্থাকে একটি প্রকাশনা স্কিম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা কী কী প্রকাশনা বের করবে তার প্রস্তাবনা প্রদান করবে। এই স্কিম অবশ্যই তথ্য কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং তথ্য কমিশনার এর একটি সময়সীমাও বেঁধে দেবেন।

এর মাধ্যমে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রক্ষিত হয়। প্রথমত, এটি প্রতিটি সরকারী সংস্থার কাজের ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট তথ্যের নিয়মিত প্রকাশ নির্ধারণ করে দেয়। যেমন, পরিবেশ বিষয় নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলোর নির্দিষ্ট ধরনের পরিবেশ বিষয়ক তথ্য প্রকাশের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এটি সময়ের সাথে সাথে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংস্থাটির সক্ষমতা ও অর্জন অনুযায়ী প্রকশনার পরিধিও বিস্তৃত করতে দেয়। এটি নিত্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ অনুমোদন করে, যা আসলে তথ্যের নিয়মিত প্রকাশকে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিস্তৃত করে তোলে।

পরবর্তীতে করণীয়

- স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রদানের ব্যাপ্তি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়ানো উচিত যাতে করে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ করে, বিশেষ করে আর্থিক বিষয়ক তথ্য।
- যুক্তরাজ্যে তথ্য অধিকার আইনের মতো করে আমাদের আইনেও নিয়মিত ভিত্তিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ডকুমেন্টের তালিকা প্রদানের বদলে প্রতিটি সরকারী সংস্থার একটি প্রকাশনা স্কিম গ্রহণ করা উচিত, যার মাধ্যমে তারা কী কী প্রকাশনা বের করবে তথ্য কমিশনের কাছে তার প্রস্তাবনা প্রদান করবে।
- জনগণের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বাড়ানোর জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন ফরম্যাটে এবং বিস্তৃতভাবে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৫.২ আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান

৫.২.১ বাংলাদেশের তথ্য আইনের আওতায় আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য কী করণীয়?

তথ্য অধিকার আইনের ৮ ধারায় তথ্য সংগ্রহের নিম্নলিখিত ধাপগুলোর কথা বলা হয়েছেঃ

কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন। তবে, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ অবশ্যই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা নির্ধারিত ফরমেটে হতে হবে।

তবে, ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হলে সাদা কাগজ, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে।

তথ্য চেয়ে যে আবেদনপত্রটি করা হবে সেখানে অবশ্যই অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, ফ্যাক্স নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং ই-মেইল ঠিকানা, যে তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা, অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং যে রূপে (ফরমে) তথ্য পেতে আগ্রহী তা উল্লেখ করতে হবে।

তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং তা তথ্য প্রদানের প্রকৃত ব্যয় যেমন- তথ্যের মুদ্রিত মূল্য, ইলেকট্রনিক ফরমেট এর মূল্য বা ফটোকপি বা প্রিন্ট আউট সংক্রান্ত যে ব্যয় হবে তার অধিক হতে পারবে না।

এছাড়াও কিছু তথ্য বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে, যার তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

৫.২.২ এই প্রক্রিয়া তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক?

ধারা ৮ উল্লেখ করে যে, একটি তথ্যের জন্য আবেদন হতে হবে নির্দিষ্ট বিতরণকৃত ফরমের মাধ্যমে। এ আইনে আরও বলা হয়েছে যে, প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করে সাদা কাগজেও আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে, যদি কোনো নির্দিষ্ট ফরম না থাকে। অনেক দেশের তথ্য অধিকার আইনে তথ্যের জন্য যে কোনো অনুরোধকেই আনুষ্ঠানিক অনুরোধ হিসেবে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। উপরন্তু, এটি আরও কার্যকর হতে পারে যদি বলা থাকে যে, এ ধরনের অনুরোধ ইলেকট্রনিকভাবে এমনকি মৌখিকভাবেও করা যাবে। সর্বোপরি, একটা নির্দিষ্ট ধরন (ইউনিফরমিটি) উৎসাহিত করার জন্য কোনো একটা ফরমকে যদি সরকারী বিভিন্ন সংস্থায় একই রকম করা যায়, তাহলে তথ্য প্রাপ্তি অনেক সহজ ও কার্যকর হবে।

তথ্য অধিকার আইনের ৯ ধারায় উল্লেখ আছে যে, কোন ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোনো রেকর্ড বা তার অংশ বিশেষ জানানোর প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঐ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য পেতে সহায়তা করবেন এবং পরিদর্শনের জন্য যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তা প্রদান করাও এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে।

অনুরোধকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।

পরবর্তীতে করণীয়

- তথ্যের জন্য অনুরোধ ইলেকট্রনিকভাবে এমনকি মৌখিকভাবেও করা যাবে, এ কথাটি আইনে উল্লেখ করা উচিত।

৬. তথ্য অধিকারের ব্যতিক্রমসমূহ

৬.১ কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়?

আন্তর্জাতিক মানদন্ড খুবই পরিষ্কার করে বলে যে, তথ্য অধিকারের সীমাবদ্ধতা 'ক্ষতির শর্তসাপেক্ষে' (harm test) হওয়া উচিত। তথ্যের প্রকাশ যদি কোনো বৈধ স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কেবল তখনই তথ্যের প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়া উচিত। কখনও কখনও কিছু আয়কর বিষয়ক তথ্য প্রাইভেসি রক্ষার খাতিরে গোপন রাখা হলেও সবসময় এটি প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ (ক-ন) উল্লেখ করে যে, এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাই থাকুক না কেন, কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করতে বাধ্য নয়। যেমন:

- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে যদি বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়;
- পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয় এমন তথ্য;
- কোনো বিদেশী সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থা লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন তথ্য। যেমন:
  - আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করের হার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
  - মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;
  - ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে যদি প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয় অথবা কোনো তথ্য প্রদানের ফলে যদি অপরাধ বৃদ্ধি পায়;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে যদি জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় অথবা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহত হয়:
- তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন তথ্য;
- তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হলে;
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য;
- আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা আদালত অবমাননার শামিল এমন কোনো তথ্য;
- তদন্তাধীন কোনো বিষয় যা প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে;
- কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন তথ্য;
- আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন তথ্য;
- কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এমন কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্য;
- কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার আগে বা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য ;

- জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এমন তথ্য;
- কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
- মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিল এবং ঐরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য।

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে।

৬.২ তথ্য আইন বাস্তবায়নে এই ব্যতিক্রমসমূহ কি কোনো সীমাবদ্ধতা তৈরি করবে?

আন্তর্জাতিক আইন এবং বিভিন্ন দেশের আইনের তুলনায় বাংলাদেশের আইনের ৭ ধারায় তথ্য প্রদানে অপারগতার যে তালিকা রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। এবং সেখানে অনেক তথ্যকে উপেক্ষা করার সুযোগ রয়ে গেছে। যদিও ধারা ৯, তথ্যে আংশিক ছাড়ের কিছু সুযোগ প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক আইন খুবই স্পষ্ট করে বলে যে, শুধুমাত্র যেখানে কোনো বিশেষ স্বার্থের মারাত্মক ক্ষতির (Substantial Harm) সম্ভাবনা রয়েছে, কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই তথ্য প্রদানে অপারগতা জানানো উচিৎ। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনে ক্ষতির মাত্রার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধারা ৭ (ক) 'সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি', ধারা ৭ (ঘ) 'অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত', ধারা ৭ (জ) 'গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন', ধারা ৭ (ঠ) 'তদন্তকাজে বিঘ্ন' এরূপ বিভিন্ন ক্ষতির কথা উল্লেখ করে।

আবার বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে জনস্বার্থের (Public Interest) জন্য তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয় নাই। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন সব ক্ষেত্রেও জনস্বার্থে তথ্য উন্মোচন করতে হবে। এক্ষেত্রে জনস্বার্থই সর্বোচ্চ স্বার্থ হওয়া উচিত।

অর্থনৈতিক সংস্থার পরিবীক্ষণ ও প্রশাসন সংক্রান্ত তথ্যকে গড়পড়তা ব্যতিক্রম হিসেবে নেয়াটা উচিত নয়। অন্যান্য বিষয়ের মতোই এসব বিষয়কেও জনসমক্ষে স্বচ্ছতার জন্য উপস্থাপন করতে হবে। যদিও তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গোপনীয়তার বিষয় থাকতে পারে, তবে তা অন্যান্য ব্যতিক্রমের মধ্যেই আওতাভুক্ত হবে।

পরবর্তীতে করণীয়

- তথ্য প্রদানের ফলে কোনো পক্ষের মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সেসব ক্ষেত্রে জনস্বার্থেরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়া উচিত।
- অব্যাহতির ক্ষেত্রে ক্ষতির মাত্রার একটি মানদন্ড নিরূপণ করা উচিত এবং কোনো বিশেষ স্বার্থের মারাত্মক ক্ষতির বিষয়টি এখানে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ব্যতিক্রমগুলো কতদিনের জন্য কার্যকর তার একটি সময়সীমা থাকা প্রয়োজন।
- আয়কর, শুল্ক, অর্থ বিনিময়ের হার, লভ্যাংশের হার প্রভৃতি বিষয়ে এবং অর্থনৈতিক দপ্তরসমূহের প্রশাসন ও নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াকে আইনে তথ্য প্রকাশের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে, যা জনস্বার্থ বিরোধী; এই ধারাটি বাতিল করা উচিত।
- দায়মুক্তির ধারাগুলিকে পূর্ণ বিবেচনা করা উচিৎ, যেন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সেগুলি শুধুমাত্র আইনগতভাবে বৈধ গোপনীয়তার বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৬.৩ কোন ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যতিক্রমসমূহ প্রযোজ্য নয়?

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য প্রকাশে অপারগতা জানাচ্ছে এই বিবেচনায় যে, তা প্রকাশ করলে কোনো পক্ষের মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা আছে। তবে সেসব ক্ষেত্রে পাবলিক ইন্টারেস্ট বা জনস্বার্থই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে। কিন্তু বাংলাদেশের আইনে এই ধরনের জনস্বার্থে তথ্য উন্মোচন করার বিধান করা হয়নি।

৭. তথ্য কর্মকর্তা

৭.১ কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য এই আইনের আওতায় কাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত করা হয়েছে?

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী, তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহ এই আইন জারির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে অন্য যে কোনো কর্মকর্তার নিকট থেকে সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে কোনো কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

৮. তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশনের অবশ্যই স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। সরকারের উপর নির্ভরশীল হলে এ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

৮.১ এই আইন বাস্তবায়নের জন্য কোন সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে?

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১১ অনুসারে, এই আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন নামে একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় হবে ঢাকায় এবং কমিশনের প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে এর শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যাবে।

তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হবে, যার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সিলমোহর থাকবে।

৮.২ তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা কারা?

প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য দুইজন কমিশনারের সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হবে। যাদের মধ্যে অন্তত একজন মহিলা থাকবেন। প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী হবেন।

৮.৩ কমিশনারবৃন্দের নিয়োগ দানের পদ্ধতি কী?

এই আইনের ধারা ১৪ অনুযায়ী, বাছাই কমিটির সুপারিশে রাষ্ট্রপতি প্রধান তথ্য কমিশনার ও কমিশনারদের নিয়োগ করবেন। বাছাই কমিটিতে থাকবেন-

- প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি সভাপতি হবেন;
- মন্ত্রি পরিষদ সচিব;
- সংসদ কার্যকর থাকাকালীন অবস্থায় স্পিকার কর্তৃক

মনোনীত সরকারী দলের একজন এবং বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য;

- গণমাধ্যমের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, আইনজীবী, নাগরিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মীদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিবৃন্দ।

তথ্য মন্ত্রণালয় বাছাই কমিটি গঠন ও বাছাই কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৮.৪ কমিশনের কার্যাবলী কী হবে?

তথ্য কমিশনের কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়:

তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন

কমিশন এই লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রস্তুত, আবেদনের পদ্ধতি ও ফি নির্ধারণ এবং এ সম্পর্কিত নীতিমালা বা নির্দেশনা প্রণয়ন করবে। তাছাড়া, নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান আইনের সাদৃশ্য পরীক্ষা করে আন্তর্জাতিক দলিলের সাথে সেগুলোর সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে।

চুক্তি গবেষণা ও প্রকাশনা উদ্বুদ্ধকরণ

এই কমিশন তথ্য অধিকার বিষয়ক চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলের উপর গবেষণা করে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করবে। তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার করা এই কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

পরামর্শ প্রদান

এই কমিশন নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাধাসমূহ চিহ্নিত করে যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করবে। তাছাড়া, এই কমিশন আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার ও নাগরিক সমাজকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবে।

কমিশনে অভিযোগ দায়ের

কমিশনে অভিযোগ দায়েরের জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তার পক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তিকে আইনী সহায়তা প্রদান করবে।

৮.৫ কমিশনের কি কোনো নিজস্ব তহবিল রয়েছে?

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'তথ্য কমিশন তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠন করা হবে যার পরিচালনার দায়িত্ব কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকেব।

তথ্য কমিশন তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হবে, যথা:

- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক অনুদান;
- সরকারের সম্মতিক্রমে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

তথ্য তহবিল হতে কমিশনের সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকরির শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হবে এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

৮.৬ কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন কিভাবে ব্যবহৃত হবে?

প্রতি বছরের মার্চ মাসের মধ্যে কমিশন পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবেন। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতি তা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করবে। প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয় বা সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষ তথ্য সংগ্রহ করে কমিশনকে প্রদান করবে। তাছাড়া, সকল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবে।

৮.৭ কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদনে কী কী ধরনের তথ্য প্রকাশ করবে?

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদনে কী কী ধরনের তথ্য প্রকাশ করবে। যেমন:

তথ্য প্রদান সম্পর্কিত;

- কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা এবং তথ্য না দেবার সিদ্ধান্তের সংখ্যা;

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল/জরিমানা;

- তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সংখ্যা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ। এ ছাড়াও, দণ্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা, আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার মোট পরিমাণেরও উল্লেখ থাকবে;

তথ্য কমিশন সম্পর্কিত;

- তথ্য কমিশনের জারিকৃত নির্দেশ/প্রবিধানমালা, কমিশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ থাকবে। এ ছাড়াও উল্লেখ থাকবে তথ্য আইন পালনে কোনো সংস্থার অনীহা পরিলক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশমালা।

পরবর্তীতে করণীয়

- তথ্য কমিশনের সদস্য নিয়োগের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও জনমতামতের ভিত্তিতে সম্পাদন করা উচিত। এবং এজন্য নিয়োগ কমিটিতে সিভিল সোসাইটি ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি বাড়ানো উচিত।
- তথ্য কমিশনের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৫ এবং সর্বনিম্ন ৩ রাখার বিধিবিধান যুক্ত করা উচিত।
- কর্মী ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নে তথ্য কমিশনের একচ্ছত্র ক্ষমতাবান হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ থাকা উচিত হবে না।

৯. তথ্য প্রাপ্তির সহায়ক প্রক্রিয়া

৯.১ তথ্য চাইবার কতদিনের মধ্যে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক?

তথ্য অধিকার আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কর্মদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। তবে, অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তথ্য প্রদানে অপারগ হলে তথ্য কর্মকর্তা কারণ উল্লেখ করে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

৯.২ আন্তর্জাতিক আইনে তথ্য প্রাপ্তির সহায়ক প্রক্রিয়াগুলো কী কী?

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পরিষ্কারভাবে বলা আছে–

> *"কোনো তথ্যের জন্য অনুরোধ দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে প্রক্রিয়াধীন হওয়া উচিত এবং কোনো প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা সহজলভ্য হওয়া উচিত।"*

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে দেখা যায়, তথ্যের জন্য অনুরোধ আসে সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তিনটি ভিন্ন পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট রয়েছে,

- সরকারী প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে;
- স্বাধীন প্রশাসনিক সংস্থা বরাবর আপিল; এবং
- আদালত বরাবর আপিল।

প্রয়োজনবোধে, নির্দিষ্ট গ্রুপের জন্য তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত

করার সুযোগ (প্রভিশন) সৃষ্টি করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, যারা পড়তে বা লিখতে জানেন না, যারা রেকর্ডটির ভাষায় কথা বলেন না, এবং যারা অন্ধত্বের মতো প্রতিবন্ধীতায় ভুগছেন।

প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে (পাবলিক বডি) জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুক্ত ও অবাধ অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে এসব সংস্থায় একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয় যিনি এ ধরনের অনুরোধ প্রক্রিয়াকরণ এবং আইন অনুযায়ী তার মান নিশ্চিত করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

যারা প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে কিংবা দুর্বোধ্যতার ব্যাখ্যা বা আরো বিস্তারিত জানতে আগ্রহী, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ধরনের আবেদনকারীকে সহায়তা করে থাকে। আবার সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তঃসারশূন্য বা বিরক্তিকর আবেদন নাচক করার সামর্থ্যও থাকে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে আবার জানতে আসা ব্যক্তিদের চাহিদা মেটাতে বাধ্য নয় এসব প্রতিষ্ঠান, তবে এসব ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট প্রকাশনার কথা জানানো হয়।

৯.৩ তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে কি ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান আছে?

আপিল

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২৫ নির্দেশ দেয় যে, সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সময়সীমার অতিক্রান্ত হওয়ার পর, বা সিদ্ধান্ত লাভ করার ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রধানের নিকট আপিল করতে পারবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আপিল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপিলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেন নি, তাহলে তিনি ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও আপিল আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন। আপিলের পক্ষসমূহ কমিশনের সম্মুখে ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর মাধ্যমে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন।

অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২৫ উল্লেখ করে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়া আবেদন গ্রহণ না করলে; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য না দিলে; অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে; নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রদান না করলে; ভুল, অসম্পূর্ণ ও বিকৃত তথ্য প্রদান করলে; তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

অভিযোগ প্রাপ্তির পর তথ্য কমিশনার নিজে অথবা অন্য কোনো তথ্য কমিশনারকে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেবেন এবং সাধারণভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করবেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ধিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা যাবে, তবে তা কোনক্রমেই সর্বমোট ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের অধিক হবে না।

জরিমানা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর তথ্য সরবরাহের আবেদন গ্রহণের তারিখ অথবা তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ টাকা হারে জরিমানা আরোপ করা যাবে। এই জরিমানার পরিমান ২৫,০০০ টাকার (পঁচিশ হাজার) বেশি হবে না। তবে শর্ত থাকবে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ওপর জরিমানা আরোপের আগে তাকে তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে।

এই আইনের অধীনে পরিশোধযোগ্য কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বেতন হতে বা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হবে।

পরবর্তীতে করণীয়

- তথ্য কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের আপত্তি জানানোর চেয়ে তথ্য প্রদানের যৌক্তিকতা বিবেচনা করার বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার বিধি-বিধান যুক্ত থাকা উচিত।

১০. আইনটির প্রাধান্য

১০.১ অন্য কোনো আইনের সাথে তথ্য অধিকার আইনের দ্বন্দ্ব হলে কী করা হবে?

বাংলাদেশে বর্তমানে বেশ কিছু আইন রয়েছে যা তথ্য প্রদানে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। যেমনঃ অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, গভর্নমেন্ট সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস এবং এমন আরও ৪/৫টি আইন। তথ্য অধিকার আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রচলিত অন্য কোনো আইনের– (ক) তথ্যপ্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না; এবং (খ) তথ্যপ্রদানে বাধাসংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।'

এভাবে বলার কারণে উপধারা (ক) এর সাথে উপধারা (খ) এর একটি দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়।

পরবর্তীতে করণীয়

- তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য নিশ্চিত করতে ধারা ৩ (খ) উপধারাটিই যথেষ্ট। (ক) উপধারাটি বিলোপ করা হোক।

বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা

তথ্য অধিকার (Right to Information)

প্রত্যেক নাগরিকের মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যে কোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

তথ্যের সংজ্ঞা (Definition of Information)

আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী তথ্য বা ইনফরমেশন বলতে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল ধরনের রেকর্ডকে বোঝায়। তা সে তথ্য যে আকারেই সংরক্ষিত থাকুক না কেন, যেমন, দলিলপত্র, টেপ, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডিং ইত্যাদি। অন্যান্য রেকর্ডের সাথে সাথে 'সংরক্ষিত' তথা 'ক্লাসিফায়েড' নামক জনগণের নাগালের বাইরে থাকা রেকর্ডও তথ্যের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

তথ্যের সর্বোচ্চ উন্মুক্ততা (Maximum Disclosure)

সর্বোচ্চ উন্মুক্ততার নীতির প্রতিষ্ঠিত পূর্বানুমান হচ্ছে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য প্রকাশিত হওয়া উচিত; খুব সীমিত কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তথ্য স্বাধীনতা বিষয়ক ধারণার মূল ভিত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই নীতিমালাতে। আদর্শগতভাবে সংবিধানে পরিষ্কার উল্লেখ থাকতে হবে যে, সকল সরকারী তথ্য জানার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। যে কোনো তথ্য অধিকার আইনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হতে হবে চর্চার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উন্মুক্ততা।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে নিয়মিত তথ্য প্রদান (Routine Proactive Disclosure)

তথ্যের স্বাধীনতার অর্থ কেবল অনুরোধসাপেক্ষে সরকারী সংস্থাগুলোর তথ্য প্রদান নয় বরং তাৎপর্যপূর্ণ জনস্বার্থ বিষয়ে নিজ হতেই তথ্য প্রকাশ এবং ব্যাপকভাবে তা প্রচার করাও এই দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটিই হচ্ছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রদান।

ব্যতিক্রমসমূহ ন্যূনতম করা (Minimum Regime of Exceptions)

তথ্য অধিকারের সীমাবদ্ধতা 'ক্ষতির শর্তসাপেক্ষে' (harm test) হওয়া উচিত। তথ্যের প্রকাশ যদি কোনো বৈধ স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কেবল তখনই তথ্যের প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়া উচিত। কখনও কখনও কিছু আয়কর বিষয়ক তথ্য প্রাইভেসি রক্ষার খাতিরে গোপন রাখা হলেও সবসময় এটি প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এমন সব ক্ষেত্রেও জনস্বার্থে তথ্য উন্মোচন করতে হবে। এক্ষেত্রে জনস্বার্থই সর্বোচ্চ স্বার্থ হওয়া উচিত। এই নীতি অনুসারে তথ্য প্রকাশের পক্ষে জনস্বার্থের গুরুত্ব তথ্য গোপনের পক্ষে জনস্বার্থের গুরুত্বের চেয়ে অধিক হলে অবশ্যই তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়া (Processes to Facilitate Rapid Access)

কোনো তথ্যের জন্য অনুরোধ দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে প্রক্রিয়াধীন হওয়া উচিত এবং কোনো প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা সহজলভ্য হওয়া উচিত।

তথ্য অধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আইনসমূহের সংস্কার কিংবা বাতিল করণ (Disclosure Takes Precedence)

যেসব আইন সর্বোচ্চ উন্মুক্ততার নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, হয় সেগুলোর সংস্কার বা সংশোধন ঘটাতে হবে নয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করতে হবে।

তথ্যসূত্র

আর্টিকেল ১৯ প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ২০ জুন ২০০৮;

আর্টিকেল ১৯ প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮;

আর্টিকেল ১৯ প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ২৪ অক্টোবর ২০০৮;

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

গণমানুষের জানার অধিকার, তথ্য স্বাধীনতা আইন প্রণয়নের নীতিমালা, আর্টিকেল ১৯ এবং বাংলাদেশ এনজিও'স নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন;

তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ (খসড়া) ২০০৮ এর উপর আর্টিকেল ১৯ এর আইনগত বিশ্লেষণ; লন্ডন, ঢাকা, মার্চ ২০০৮;

তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ (অধ্যাদেশ নং ৫০, ২০০৮);

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ (আইন নং ২০, ২০০৯);

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: সুযোগ ও সম্ভাবনা, তাহমিনা রহমান, মুক্তপ্রকাশ, বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, ২০০৯;

দ্য পাবলিক'স রাইট টু নো: প্রিন্সিপ্যালস অন ফ্রিডম অব ইনফরমেশন লেজিসলেশন, আর্টিকেল ১৯ পাবলিকেশন; জুন ১৯৯৯;

ফ্রিডম অব ইনফরমেশন: ট্রেনিং ম্যানুয়াল ফর পাবলিক অফিসিয়ালস, আর্টিকেল ১৯।

"প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যে কোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত"

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, ধারা ১৯

ARTICLE 19
GLOBAL CAMPAIGN FOR FREE EXPRESSION

আর্টিকেল ১৯, বাংলাদেশ
অ্যাপার্টমেন্ট এ-১
৪/১২ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭।
ফোন: +৮৮ ০১৭১৩ ০৩৯ ৬৬৯
www.article19.org
www.provoicebd.org